পোর্টাল নাইটস

যারা দিনরাত ক্লাশ অব ক্ল্যান আর মোবাইল ফ্যান্টাসি স্ট্র্যাটেজি ধরনের গেম নিয়ে লেগে থাকেন, তাদের জন্য পোর্টাল সিরিজ এবার এনেছে অসাধারণ ড্রাগনলাইন ফ্যান্টাসি স্ট্র্যাটেজির একটি গেম পোর্টাল নাইটস।

এর আগের দুটি গেমের একটি চাক্ষুষ আপগ্রেড, দুর্দান্ত মেমরি ইফিসিয়েন্সি, অসাধারণ আলোর কাজ এবং একটি যুক্তিসম্মত ইউজার ইন্টারফেস– যা আগের দুটো থেকে আরও ভবিষ্যৎদর্শী; এক কথায় বলতে গেলে এটি ক্লাশ অব ক্ল্যান্সের রিমাস্টার্ড এডিশন। তাতে আছে উত্তেজনা, মৃত্যুর সামনে জীবনের মূল্য খুঁজে পাওয়ার আনন্দ– অন্য কথায় একটি প্রাণবন্ত শীতলতা। আছে চমক, দুর্দান্ত অ্যাকশনভিত্তিক গেমপ্লে, গোছানো ইনভেন্টরি আর আরমরি। রিয়াল টাইম স্ট্র্যাটেজি ঘরানার ম্যাপ স্টাইল অনেকটাই সিভিলাইজেশনের মতো। জয় করতে হবে অজানাকে, ডাঞ্জনস, প্যালেস আর রাইভাল হিরোদেরকে। সাথে আছে শক্তিশালী কাস্টোমাইজেশন সেকশন, যেখানে হিরো কাস্টোমাইজেশন করা যাবে। আছে ফ্যান্টাসি সেটিংস দিয়ে ইউনিট ক্রাফটিং, যা নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো সেনাবাহিনীকে তৈরি করা যাবে। তারপরও পুরো ব্যাটল স্কিম কখনই গেমারকে একঘেয়েমিতে ফেলবে না। যুদ্ধ আরও জমজমাট হয়ে ওঠে যখন খুব শক্তিশালী কোনো হিরোর সাথে ড্রাগনদের ব্যাটল শুরু হয় কিংবা যখন বিশাল এক সিজ উইপনারি-মিক্সড আর্মির সামনে পরে কাবু হয়ে ওঠে। গেমটিতে আছে বেশ বড় টেক ট্রি, যা নিজের সিংহাসনে থেকে হিসেব করে বের করতে করতেই অনেকখানি আনন্দ উপভোগ করা যাবে।

প্রথমদিকে ব্লাডদের মাথাটা একটু মোটা থাকে। তাদের প্রথম দিকের সেনাবাহিনীর সদস্যদের আকার যেমন মোটাসোটা, তেমনি ব্যাটল ট্যাকটিকহীন। তাই সব ধরনের গরম ঝেড়ে ফেলতে কোনো সমস্যাই হবে না। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে ধুন্ধুমার অ্যাকশন প্যাকড গেমিং। আর এতেই শুরু হয় সবচেয়ে মজাদার ব্যাপার। প্রথম দিকের অ্যাঞ্জেলরা এতখানিই বিশালাকায় যে, তাদের কেউ কাউকে পেরিয়ে গুলি ছুড়তে পারে না। তাই খুব সহজেই শত্রুসেনাদের এক এক করে শেষ করে ফেলা যায়। তবে ব্লাড অ্যাঞ্জেলদের সাথে বিশাল এক সমস্যা হচ্ছে তাদের প্রচণ্ড শক্তিশালী ফায়ার পাওয়ার। তাই কিছুটা হলেও সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। ভালো কথা, স্পেস হাল্ক একটি টার্নভিত্তিক স্ট্র্যাটেজি গেম। স্পেস ম্যারিন আর জিন্সটিলারদের আক্রমণ পদ্ধতি আর টার্ন স্ট্র্যাটেজি একটু কষ্ট করে একবার বের করে ফেলতে পারলেই গেমিং অনেকখানি সহজ এবং আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে। স্টোরিলাইন, মনোমুগ্ধকর গ্রাফিক্স, বাস্তবসম্মত অডিও ভিজ্যুয়ালাইজেশন।

গেমারেরা হয়তো এখন ভাবছেন এত তাড়াহুড়া আর উত্তেজনার মাঝে গেমটার অনেক অংশই ঠিকমতো বুঝে ওঠা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো। গেমের প্রত্যেকটি চরিত্রের চারিত্রিক গভীরতা সম্পূর্ণতা নিয়ে গেমের প্রত্যেকটি অংশকে সৌন্দর্যপূর্ণ করে গড়ে তুলেছে। নিখুঁত স্টোরিলাইন, হৃদয় আঁকড়ানো রোল প্লেয়িং সব মিলিয়ে গেমটি 'ওর্থ দ্য টাইম'।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসটা/৭, সিপিইউ : ইন্টেল কোরআই৩ ২.৩ গিগাহার্টজ/এএমডি সমমানের প্রসেসর, র‍্যাম : ৪ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/ভিসতা/৭, ভিডিও কার্ড : ২ গিগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার ৩+ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও মাউস। কজ

দ্য উইটনেস

রিলিজ পাওয়ার সাথে সাথেই এ বছরের প্রথমেই সবচেয়ে কঠিন গেমের খ্যাতি পেয়ে গেছে দ্য উইটনেস। কিন্তু বছর তো বাকি রয়েছে পুরোটাই। ক্লাসিক পাজল ধরনের এই গেমটিতে আছে গেমারকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ করে রাখার মতো পাজলস, অ্যাকশন ও অ্যাডভেঞ্চার। কিছু গেম আছে, যেগুলো শুধুই কোড দিয়ে লিখে যাওয়া কিছু সিস্টেম, যুক্তি আর দক্ষতার কারিকুরি। সেগুলো থেকে ভিন্ন এক গেমিং ভাইটালিটি গেমারকে এনে দেবে দ্য উইটনেস। কী হয় যখন কোনো যুক্তি কাজ করে না, কী হয় যখন জীবন অর্থহীন, স্বপ্নের কোনো সংগ্রাম নেই, নেই ক্ষমতার কোনো দম্ভ কিংবা কোনো একটি জায়গা যেখানে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে ছোট ছোট স্মৃতির কথা ভেবে নতুন উদ্যম পাওয়া যায়। কারণ সব ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেউ আর কিছু মনে রাখতে চায় না। সবকিছুর মাঝে শুধু একটি জিনিস থাকে সত্য– তা হলো যুক্তি। আর যৌক্তিক কলাকৌশলে গড়া গেমটিতে কোনো কিছুই অনর্থ মনে হবে না। আর প্রত্যেক সময় নিত্য-নতুন স্ট্র্যাটেজি গেমারকে এনে দেবে নতুন লেভেল আর এসব স্ট্র্যাটেজি গেমারকে তৈরি করতে হবে সূক্ষ্মতম মস্তিষ্কের সাহায্যে, যার কয়েকটি করতে হবে মুহূর্তের ভেতরে, কোনো কোনোটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘ সময়।

তবে সবকিছুই পুরনো কচকচানি। নতুন যা, তা হলো গেমের অত্যাধুনিক টেক্সচার এবং থ্রিডি গ্রাফিক্স, যা গেমটির অরিজিনাল স্পিন থেকে এনে দিয়েছে। গেমটির সম্পূর্ণ স্বাদ-আস্বাদন করতে চাইলে সব মোডেই ভিন্ন ভিন্নভাবে গেমটি শেষ করতে হবে। আর যারা এখনও ভাবছেন সামুরাই গান অন্যান্য যেকোনো সাধারণ প্লাটফর্ম গেম থেকে ভিন্নতর কিছু নয়, তাহলে দেরি না করে এখনই গেমটি নিয়ে বসে পড়ুন– চেষ্টা করতে দোষ কী!

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসতা/৭, **সিপিইউ :** ইন্টেল কোরআই৩ ২.৩ গিগাহার্টজ/এএমডি সমমানের প্রসেসর, **র‍্যাম :** ৪ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/ভিসতা/৭, **ভিডিও কার্ড :** ২ গিগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার ৪+ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, সাউন্ড কার্ড, কিবোর্ড ও মাউস কজ